সংবাদ

তারিখ ... 07 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৮ ...

বরুড়ায় ৬২ সর. প্রা. স্কুলে প্রধান শিক্ষক পদ শূন্য : পাঠদান ব্যাহত

প্রতিনিধি, বরুড়া (কুমিল্লা)

বরুড়ায় ৬২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দীর্ঘদিন যাবত প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। এছাড়া সহকারী শিক্ষকের ৫৮টি পদ ও খালি রয়েছে। ফলে এসব বিদ্যালয়ের কোমলমতি শিশুদের পাঠদান কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, এ উপজেলায় ১৫১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে।এর মধ্যে ৬২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন যাবত শূন্য রয়েছে। এ ছাড়া বিদ্যালয়গুলোতে ৫৮টি সহকারী শিক্ষকের পদ ও রয়েছে শূন্য। প্রধান শিক্ষকবিহীন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো হচ্ছে, এগার গ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জালগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গোবিন্দ পুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মনোহরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নরিন্দ্রগিরিবালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিয়ালড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ভবানী পুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, করাইয়া গ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ধুলিয়ামুড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, খাঁজুরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পেড্ডা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, হেরপেটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মথুরাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সাওড়াতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বেকী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মুগগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শাকপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কাঁকৈড় তলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, (উঃ) শাকপুর রুস্তম আলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বড় কৈয়নী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সুদ্রা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কালোরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সোনাইমুড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কলাখাল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দোঘই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মমতাজ উদ্দিন হাট পুকুরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আনাইতকোটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মান্দারতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পেরপেটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পেরুল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ডাবুরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঘোস্পা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চোত্তাপুকুরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ধনীশ্বর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দেওড়া বাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ভৌওরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মুড়ীয়ারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ওড্ডা নোয়া পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মোহাম্মদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঢেওয়াতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বিলপুকুরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পিলগিরি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ছোট বারেরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পোমবাইশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাতাবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ডঙ্গুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বোয়ালিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সাহাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কেমতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জাঙ্গালিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাড়াইপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বিজয়পুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, হোসেনপুর (দঃ) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নবীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মহেশপুর (উঃ) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মহেশপুর (দঃ) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, হোসেনপুর (উঃ) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রাজাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আরিফপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (২), জয়নগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আগানগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং নারায়ণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

এ সব বিদ্যালয়ের একাধিক শিক্ষকদের সাথে আলাপকালে জানা গেছে, যে দিন দাপ্তরিক কাজে উপজেলা শিক্ষা অফিসে ওই পদে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষককে যেতে হয় সে দিন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের কে পাঠদান কার্যক্রম সম্পন্ন করতে শিক্ষকদের গলদঘর্ম পোহাতে হয়। এদিকে অভিভাবকদের অভিযোগ শিক্ষক সংকটের কারণে বিদ্যালয়সমূহে অব্যাস্থপনা বিরাজমান থাকায় ছাত্র ছাত্রীদের পাঠদান কার্যক্রম বিঘ্ন ঘটছে। ফলে এ সব বিদ্যালয়ের কোমলমতি শিশুরা বিদ্যালয় বিমুখী হওয়াসহ পড়া লেখায় উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, দীর্ঘদিন যাবত পদোন্নতি বন্ধ থাকা এবং চাকরিতে মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ায় এ উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকদের শূন্য পদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষাকর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব প্রাপ্ত) মো. হারুন অর রশীদ বলেন, শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগ না হওয়ায় বিদ্যালয়গুলোর শ্রেণী কার্যক্রম এবং ব্যাবস্থাপনা ব্যাহত হচ্ছে।এ ছাড়া তিনি আরও বলেন প্রতি মাসেই তাঁর দপ্তর থেকে এ বিষয়ে উর্ধতন কর্মকর্তার দপ্তরে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়।